



ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন (আইএইচএসএ) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পিস স্টাডিজের (সিপিএস) গাজায় যুদ্ধ নিয়ে বিবৃতি

রাজধানীর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে তিন দিনব্যাপী সপ্তম আইএইচএসএ “পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মানবতাবাদ” বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন (আইএইচএসএ) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স (এসআইপিজি)র সেন্টার ফর পিস স্টাডিজের (সিপিএস) সহযোগিতায় ৫-৭ নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ৯০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে মানবতাবাদ, শান্তি এবং সংঘাতের যোগসূত্র খুঁজে বের করতে এই সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হন। মানবিক বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংলাপ এবং আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গাজায় চলমান সহিংসতা এবং মানবিক সংকটকে কেন্দ্র করে একটি গোলটেবিল আলোচনা। আইএইচএসএ এবং এসআইপিজি, এনএসইউ’র সিপিএস এই গোলটেবিল বৈঠকে একটি যৌথ বিবৃতি জারি

করে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এবং বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতার নিন্দা জানায়। বিবৃতিতে ইসরাইলি রাষ্ট্র ও সামরিক বাহিনী কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (আইএইচএল) গুরুতর লঙ্ঘনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষত ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের কথা উল্লেখ করা হয়।

সম্মেলনে বিবৃতিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (ইউএনএসসি) রেজুলেশন ২৪১৭ মেনে চলার গুরুত্বের ওপরও জোর দেওয়া হয়, যা যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ক্ষুধাকে ব্যবহারে নিন্দা প্রকাশ করে এবং মানবিক সহায়তার যে কোনো অবরোধ আন্তর্জাতিক হিউম্যানিটারিয়ান আইনকে (আইএইচএল) ভঙ্গ করে।

বিবৃতিতে বেসামরিক নাগরিকদের জন্য অবিলম্বে সহায়তা ও সুরক্ষায় প্রবেশাধিকারের আহ্বান জানানো হয় এবং আইএইচএল’র অধীনে ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোতে দখলদার শক্তি হিসেবে ইসরাইলের দায়িত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়।

■ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি